দৈনিক
ইনকিলাব
ঢাকা, বুধবার ১৫ শ্রাবণ ১৪১৫, ৩০ জুলাই ২০০৮

এশিয়ান টাইগারদের মূল শক্তি ও প্রস্তুতি বাংলাদেশের প্রভূত সম্ভাবনা

ড. এম. আজিজুর রহমান

হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর এই চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত দেশ এশিয়ান টাইগার হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় পশ্চিমা উন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের প্রায় সমান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এদের মাথাপিছু আয় বছরে প্রায় ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার। অল্প সময়ে এ দেশগুলো মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলেছে এবং চাকরি ও কর্মসংস্থানে উৎপাদনশীলতার স্বাক্ষরসহ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশও তার শিক্ষা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের উপযুক্ত করে এবং সম্ভাবনাময় রফতানী খাতগুলোকে আরও সম্প্রসারিত করে পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে দ্রুত আবির্ভূত হওয়ার জন্যে অবারিত সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। এ জন্যে প্রয়োজন বেসরকারী শিক্ষা খাতকে 'ইন্ডাস্ট্রি' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য পরিবেশ তৈরী করা। এশিয়ান টাইগার হিসেবে খ্যাত হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা খুবই কম। এরা সবাই মঙ্গোলিয়ান জাতিভুক্ত হলেও প্রত্যেকেই রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। অর্থাৎ এ সব দেশের ভেতর কারও সাথে কারও তেমন মিল নেই। তবে মঙ্গোলিয়ানরা পরিশ্রমী জাতি হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত। তাদের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই। আছে শুধু দক্ষ মানব সম্পদ যা তারা সৃষ্টি করেছে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বিগত ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরে এ সব দেশের উন্নতির প্রায় শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার লুকায়িত মূলমন্ত্র হিসেবে যা আবিষ্কার করা যায়, তা হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কঠোর পরিশ্রম। অর্থাৎ তারা মানব সম্পদ উন্নয়ন করে দেশে কাজে লাগিয়েছে এবং এবং উদ্বৃত্ত জনশক্তি প্রতিযোগিতামূলক দামে বিশ্ব বাজারে রফতানী করছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমা উন্নত দেশের উন্নত মানের নীতিকাঠামো গ্রহণ করে তারা নিজ দেশে প্রয়োগ করেছে। এই নীতি কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি, ব্যক্তি মালিকানা ও স্বাধীনতা এবং স্বার্থপরতা নামক মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ইতিবাচক প্রয়োগ এবং কঠোর পরিশ্রমী হবার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি। সেই সাথে উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ হিসেবে তারা আরও যা সৃষ্টি করতে পেরেছে- তা হলো উদারনীতি ও গণমুখী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং ফলপ্রসূ বিচার ব্যবস্থা। ফলে তারা আয়, উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন করে নিজেদের অবস্থান সমুন্নত করতে সক্ষম হয়েছে।

এ আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় উল্লেখিত চারটি দেশ উন্নয়নের যথেষ্ট পরিবেশ পেয়েছে, নিজেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং উভয় উপাদানকে তারা ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগিয়েছে। উল্লেখিত চারটি দেশের কর্মকাণ্ডের আলোকে বলা যায়, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে প্রয়োজন দুর্নীতি দূর করা, মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ, দশ তথা সরকারকে সহযোগিতা প্রদান, বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করে এ খাতে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এগুলো পরিচালনা করার জন্যে উদার ও উৎপাদনশীল নীতি গ্রহণ করা, ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সমগ্র সমাজে একটি কর্পোরেট কালচারের পরিবেশ তৈরী করা।

উপরে উল্লেখিত এশিয়ান টাইগারসমূহের বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা নিবিড়ভাবে যাচাই করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ সতর্কতার সাথে অগ্রসর হলে অচিরেই পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করতে পারে। দক্ষিণ এশীয় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী হিসেবে স্বীকৃত। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সফলতা অর্জনের দিক থেকে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কয়েকবারই শীর্ষ স্থান দখল করেছে। পোশাক শিল্পে উৎপাদন, রফতানী ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিগত প্রায় তিন দশক যাবৎ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম স্থান দখল করে আছে। পোশাক শিল্পে আমাদের উৎপাদন ও গুণগত মান অর্থাৎ ফিনিশিং এবং সময় মত শিপমেন্ট ইতোমধ্যে বিদেশী ক্রেতাদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ওভেন ও নীটওয়্যার পোশাক সামগ্রীর গুণগতমান ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারমূল্য বিদেশী ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি, অস্থিতিশীল বাজারমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও দিন দিন আমরা আরও তৈরী করা।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রফতানী খাতগুলোর মধ্যে হিমায়িত খাদ্য, পোশাক শিল্প, পাট ও চামড়াজাত শিল্প অন্যতম। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ওভেন ও নীটওয়্যারসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক শিল্পজাত দ্রব্য রফতানী করে আমরা ৬,৪১৭ মার্কিন মিলিয়ন বা ৬ মার্কিন বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। যা পরবর্তী অর্থ বছরে শতকরা ২৩ ভাগ বাড়িয়ে ৭,৯০১ মার্কিন মিলিয়ন বা ৭ মার্কিন বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। মাত্র এক থেকে দেড় বছর আগে ধারণা করা হয়েছিল যে, এ খাত থেকে সত্বর রফতানী আয় ১০ হাজার মিলিয়ন বা ১০ মার্কিন বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে ৩,৫১৮ মার্কিন মিলিয়ন ডলারের ওভেন পোশাক

> পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হওয়ার সুদৃঢ় সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য উল্লেখিত এশিয়ান টাইগারগুলোর মত প্রয়োজন দুর্নীতি দমন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সুষ্ঠু প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠন ও এর যথাযথ প্রয়োগ। এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, শিল্প, সর্বোপরি বেসরকারী খাত ও এর সম্প্রসারণের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। এ সব বিষয় নিশ্চিত করা গেলে মানসম্পন্ন উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মাধ্যমে রফতানী আয় বাড়িয়ে আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যাবে এবং আয় ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন ঘটিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন করে পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের অবস্থান সমুন্নত করা সম্ভব হবে। সবগুলো সম্ভাবনার ইতিবাচক বাস্তবায়ন সম্ভব মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। তাই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের তথা ক্ষেত্র বিশেষে এডুকেশনকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।

দেশী পোশাক রপ্তানির প্রধান শক্তি

এ অবস্থায় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে হচ্ছে না, আগামী দেড় দশকে চীন যখন আর্থিক সংকটে পড়বে ... তখন পোশাক শিল্প বাজারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে। সে মুহূর্তেই হয়তো পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটবে। হিমায়িত খাদ্য বিশেষ করে চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করে বিশ্ব বাজারে বিপুল পরিমাণ রফতানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বিকল্প খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পোশাক শিল্প ও মৎস্য শিল্পের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষতা, উন্নত মানের উৎপাদন ও সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, নিয়ম-নীতির মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং স্বার্থপরতার ইতিবাচক দিকটা কাজে লাগিয়ে উল্লেখিত এশিয়ান টাইগার মঙ্গোলিয়ান জাতদের মত কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরিবেশ রফতানী হয় যা পরবর্তী অর্থ বছরে শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,০৮৪ মিলিয়ন বা ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। নীটওয়্যার শিল্পজাত পণ্য খাতে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ২,৮১৯ মার্কিন মিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানী হয় যা পরবর্তী বছরের শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৮১৭ মিলিয়ন বা ৩ মার্কিন বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।

অতি সম্প্রতি সামগ্রিকভাবে হলেও পোশাক শিল্পজাত দ্রব্য রফতানী করে আমরা ১০ মার্কিন বিলিয়ন ডলারের অধিক পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এটা এই দেশের জন্যে বড় একটি আশাতীত অর্জন। আগেই বলা হয়েছে হিমায়িত খাদ্য ও মাছ রফতানীর এক সময়ের আরও একটি স্বপ্ন বাংলাদেশে বাস্তব রূপ নিয়েছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ৪২১ মার্কিন মিলিয়ন ডলারের হিমায়িত খাদ্য রফতানী করা হয়। পরবর্তী বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬০ মার্কিন মিলিয়ন ডলারে রফতানী করা হয়। পাটখাত নিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন নিরাশা ও হতাশার দোলাচলে থাকলেও এখনও গর্ব করে বলা যায়- কাঁচাপাট রফতানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পাট রফতানী হয় যা ৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তী অর্থ বছরে ১৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। উপরে উল্লিখিত পাট খাতের উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আরও উল্লেখ করা যায় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে পাট দ্রব্যসমূহ রফতানী করে বাংলাদেশ ৩,০০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। যা পরবর্তী বছরে শতকরা ২.০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩.০৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের অপর একটি সম্ভাবনাময় রফতানী খাত হলো চামড়া। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চামড়ার তৈরী শিল্পজাত পণ্য রফতানী করে যা পরবর্তী বছরে শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানসম্পন্ন শিক্ষাই উন্নয়ন অর্থনীতির সূচনা করে। আধুনিক শিক্ষার অভাবেই একটি দেশ অনুন্নত থাকে। মানসম্পন্ন শিক্ষার কারণে বিশ্বের বুকে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছতে পেরেছে।

ওপরের তথ্যবলি রফতানী খাতে আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিক নির্দেশ করে। এ সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষ উৎপাদন ও সেবামূলক কমকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত গঠনমূলক ও উদারনীতি নির্ধারণ। পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান ঘটিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ জন্য বেসরকারী খাতে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা খাতে দেশী বিনিয়োগকারীর অভাব থাকায় শিক্ষা খাতে স্বচ্ছল ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হবে এবং বিদেশী বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ সব কিছুর জন্য প্রয়োজন বেসরকারী শিক্ষা খাতের কিছু কিছু অংশ বা উপখাতকে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দেয়া যাবে। ... অব ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষা খাতের বিভিন্ন প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকার দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ করে বাংলাদেশে একটি ব্রেক থ্রু লেভেলের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায়।

পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হওয়ার সুদৃঢ় সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য উল্লেখিত এশিয়ান টাইগারগুলোর মত প্রয়োজন দুর্নীতি দমন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সুষ্ঠু প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠন ও এর যথাযথ প্রয়োগ। এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, শিল্প, সর্বোপরি বেসরকারী খাত ও এর সম্প্রসারণের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। এ সব বিষয় নিশ্চিত করা গেলে মানসম্পন্ন উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মাধ্যমে রফতানী আয় বাড়িয়ে আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যাবে এবং আয় ও কর্মসংস্থানের সুষম বন্টন ঘটিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন করে পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের অবস্থান সমুন্নত করা সম্ভব হবে।

সবগুলো সম্ভাবনার ইতিবাচক বাস্তবায়ন সম্ভব মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। তাই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের তথা ক্ষেত্র বিশেষে এডুকেশনকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি